২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

সূচনা:

সরকার কর্তৃক গৃহীত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনাসহ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অন্যতম পদ্ধতি হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) বাস্তবায়ন । এডিপি 'র সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উপরে অনেকাংশেই নির্ভর করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ধারা । পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) সরকার কর্তৃক গৃহীত এ সকল উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে । এ সকল প্রকল্প পর্যালোচনার মধ্যে প্রত্যেক অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন অন্যতম । সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ তাদের ঈপ্সিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে কতটুকু সফল হয়েছে তার একটি ধার ণা সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন থেকে পাওয়া যায় । এছাড়াও সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়নের সময় বাস্তবায়নকালীন সময়ের সমস্যাসমূহের পর্যালোচনা ভবিষ্যত প্রকল্প প্রণয়ন এবং গ্রহণে সহায়তা করে থাকে। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) নিয়মিতভাবেই প্রতিটি অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে । এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়নের উদ্দেশ্য:

- সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে গ্রহণ করা হয়েছিল তার কতটুকু অর্জিত হয়েছে তার একটি সম্যক ধারণা লাভ করা;
- প্রকল্পসমূহের মূল ও সংশোধিত বরাদ্দ এবং প্রাক্কলিত ব্যয়-এর একটি তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরা;
- প্রকল্পসমূহের সার্বিক আর্থিক এবং বাস্তব অগ্রগতির অংগভিত্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতিটি প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন তুলে ধরা;
- সরেজমিন পরিদর্শনসহ অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা যাতে করে ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণকালীন সময়ে এ সমস্যা দূর করা যায়; এবং
- প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ের সমস্যাসমূহ দূরীকরণার্থে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন যাতে করে ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব হয়।

সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি:

সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন আইএমইডি-এর একটি অন্যতম নিয়মিত প্রকাশনা । সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের সময়ে যে সকল যুগোপযোগী মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ:

- বাস্তব অগ্রগতি ও তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠপর্যায়ে নিয়মিত সরেজমিন পরিদর্শন;
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় ভিত্তিক এডিপিভুক্ত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় যোগদান এবং কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের সংগে সংশ্লিষ্ট সকল অংশিদার (stakeholders)-দের (যেমন: পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, প্রক ল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়) সংগে পর্যালোচনা এবং মত বিনিময়;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সংক্রান্ত এসপিইসি, স্টিয়ারিং কমিটি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন কমিটি (পি আইসি) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি কর্তৃক আয়োজিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণ;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি পর্যালোচনা;
- আরএডিপি পর্যালোচনা; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত নির্ধারিত সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন:

প্রতি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন মেয়াদে বিনিয়োগ, কারিগরী সহায়তা প্রকল্প সমূহ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে অধিকাংশই চলতি প্রকল্প এবং বেশ কিছু প্রকল্প নতুন প্রকল্প হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করা হয়। এছাড়াও প্রতি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্ন্তভুক্ত কিছু প্রকল্প সমাপ্ত হয় । নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে গত পাঁচ অর্থবছরের নির্ধারিত সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন সাফল্য প্রকাশ করা হলো:

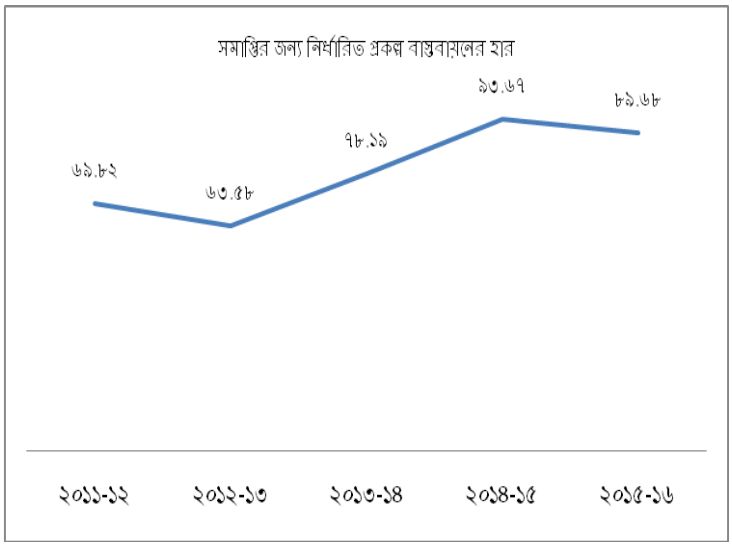

পার্শ্ববর্তী চিত্র ১ এ গত ২০ ১১-১২ হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত নির্ধারিত প্রকল্পের সমাপ্তির হারের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে । নির্ধারিত প্রকল্পের সমাপ্তির হার ২০ ১১-১২ এর তুলনায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে হ্রাস পেয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছ র ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তা উর্ধ্বমূখী হয়ে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে তা কিঞ্চিৎ নিম্নমুখী হয়েছে। গত পাঁচ অর্থবছরের নির্ধারিত প্রকল্পের সমাপ্তির হার প্রায় ৭৮.৯৯ শতাংশ।

চিত্র ১: সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের বাস্তবায়নের হার

২০১৪-১৫ অর্থবছরের সমাপ্তঘোষিত প্রকল্পসমূহ:

২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী তে ৫৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় মোট ১৪৫৭টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। শ্রেনীবিন্যাস অনুযায়ী এগুলোর মধ্যে ১১০৩টি বিনিয়োগ প্রকল্প, ১৭৩টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প এবং ২১টি জাপানী ঋণ মওকুফ সহায়তা তহবিল প্রকল্প, নিজস্ব র্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প ১৪৭টি ও ৯টি উন্নয়ন সহায়তা খাত। এডিপিভুক্ত ১৪৫৭টি প্রকল্পের মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় মোট ২৩৭টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর খাতভিত্তিক সমাপ্ত প্রকল্পের অগ্রগতি:

সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং লক্ষ্যসমূহ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্ন্তভুক্ত ১৭টি খাতের আওতায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। প্রতি অর্থবছরে বিভিন্ন মেয়াদে এ সকল প্রকল্প সমাপ্ত হয়। এ বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্ন্তভুক্ত ১৭টি খাতের আওতায় ৪৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর অধীনে ২৩৭টি প্রকল্প/কর্মসূচী সমাপ্ত হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ উক্ত অর্থবছরের মোট এডিপি প্রকল্পের প্রায় ১৬.২৭%।

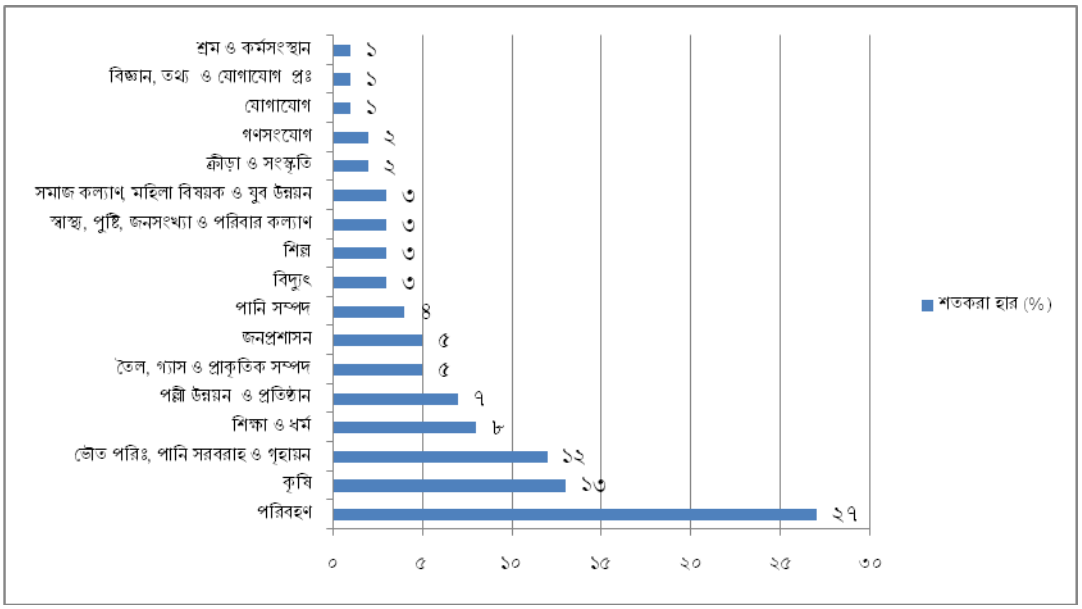

চিত্র ২: সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের বাস্তবায়নের হার (এডিপি সেক্টর অনুযায়ী)

প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা ও সুপারিশসমূহ

সমস্যা	সুপারিশ
কৃষি (ফসল, খাদ্য, বন, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ. সেচ) সেক্টর:	
১. প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত খামারীদের বেস লাইন সার্ভের সংস্থান না থাকায় খামারীগণের পূর্বের ও বর্তমান অবস্থার মধ্যে তুলনা করা সম্ভব হয়নি ফলে কাঙ্খিত ফলাফল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়নি;	১. প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত খামারীদের বেস লাইন সার্ভে করে এবং খামারীগণকে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ও উপকরণ (Input) এর একটা সফটওয়ার ভিত্তিক ডাটা বেস রেখে পরবর্তীতে তার উপর ভিত্তি করে প্রকল্পের ফলাফল (Output) মূল্যায়ন করা যেতে পারে;
২. মূল প্রকল্পটি একাধিকবার সংশোধন ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে সময় ও ব্যয় উভয়ই বৃদ্ধি পায় যা কাম্য নয়;	২. ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়ন কালে এমনভাবে প্রকল্প ডিজাইন করা উচিৎ হবে যেন, মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি পরিহার করা সম্ভব হয়;
৩. প্রকল্পের অডিট সম্পন্ন না হওয়া/ উ খাপিত অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি না হওয়া;	৩. অডিট সম্পন্ন করে (আপত্তি থাকলে তা নিষ্পত্তিপূর্বক) এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে;

সমস্যা	সুপারিশ
৪. জুন, ২০১৫ তে সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর নিয়মানুযায়ী সেপ্টেম্বর, ২০১৫ এর মধ্যে আইএমইডি-তে পাঠানোর কথা থাকলেও বিলম্বে পিসিআর পাঠানো হয়েছে। বিলম্বে পিসিআর প্রেরণের কারণে প্রকল্প মূল্যায়নে বিলম্ব ঘটেছে;	৪. প্রকল্প সমাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণের বিষয়টি মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করতে পারে;
৫. মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প হতে জেলা ও উপজেলা অফিসসমূহে আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন সরবরাহ করা হয়। ফলে একই এলাকার জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পে ক্রয় কার্যক্রমে দ্বৈততা ঘটার সম্ভবনা থাকে। ইনভেনটরি ব্যবস্থাপনা ছাড়া এগুলোর যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়, পরিদর্শনকালে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও যানবাহনে ইনভেনটরি মার্কিং দেখা যায়নি;	৫. বিভিন্ন প্রকল্পের ক্রয়কার্যক্রমে দ্বৈততা পরিহার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং ক্রয়কৃত সামগ্রির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ ইনভেনটরি ব্যবস্থাপনা ও ইনভেনটরি মার্কিং-এর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টর:	
১. বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়হীনতার অভাব।	১. প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
২. প্রকল্প প্রণয়নের সময় পারিপার্শ্বিক বিষয়াদির বিবেচনায় না আনা।	২. প্রকল্প প্রণয়নের সময় শুধুমাত্র বিদ্যমান রাস্তা/হাটবাজারের উন্নয়নের বিষয় চিন্তা না করে অন্যান্য পারিপার্শ্বিক বিষয়াদি যেমন উপজেলা/ইউনিয়ন/গ্রোথ সেন্টারগুলোর মধ্যে যথাযথ সংযোগ সাধনে বাধা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের পরিকল্পনা, স্থাপিত/নির্মিত অবকাঠামোর ক্ষতি না হওয়া এবং তা হতে অব্যাহত সুফল পাওয়া সর্বোপরি পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব যাতে না পড়ে ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন।
৩. গ্রামীণ অবকাঠামোসমূহ পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার না করা।	৩. গ্রামীণ অবকাঠামোসমূহের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে সাধারণ জনগণের মধ্যে এ সকল অবকাঠামো বিষয়ে ownership সৃষ্টির জন্য সচেতনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।
৪. রাস্তার পানি ড্রেনে নির্গমনের প্রবেশমুখে (Spout) আবর্জনা জমার কারণে বর্ষায় পানি জমে রাস্তার স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হওয়াসহ চলাচল অসুবিধা সৃষ্টি হয়।	৪. রাস্তার পানি ড্রেনে নির্গমণের প্রবেশমুখ(Spout) পরিস্কার রাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
পানি সম্পদ সেক্টর:	
১. বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি; প্রকল্প পরিচালক ঘন ঘন বদলী, ধীরগতি, ব্লক সরে যাওয়া , বাঁধ নিয়মিত মনিটরিং না করা , এডিপি/আরএডিপিতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না থাকা, প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক কোন কর্মপরিকল্পনা না থাকা এবং সমাপ্ত প্রকল্পের Internal ও External অডিট দ্রুত সম্পাদন না করা।	১. ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীর বিষয়টি পরিহার করতে হবে। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পে পরিচালকের বদলীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে প্রকল্প পরিচালক বদলী সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ/অনুমোদন ক্রমে

সমস্যা	সুপারিশ
	বদলী করতে হবে এবং সমাপ্ত প্রকল্পের Internal ও External অডিট দ্রুত সম্পাদন করা।
২. দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা (বিশেষ সংশোধিত) প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা দল, পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি ইত্যাদির সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে জটিলতা দেখা দেয়; এনজিও'কে ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর নিয়োগের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু নিয়োজিত এনজিও'র দক্ষতা, সাংগঠনিক কাঠামোর দূর্বলতা এবং অনভিজ্ঞতার কারণে ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর নিয়োগ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়;	২. প্রকল্পের আওতায় গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমিতিগুলো WMA/WMG যেন টেকসই হয় এবং নির্মিত/ মেরামতকৃত অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ অব্যহৃত থাকে সে জন্য নড়াইল পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে সহায়তার লক্ষ্যে সমিতি/দল কর্তৃক নির্ধারিত হারে সার্ভিস চার্জ আদায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;
৩. গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্পে পাম্প হাউজটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য কিছু জনবলের সংকট রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।	৩. পাম্প হাউজটি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের সংস্থান করতে হবে;
৪. প্রকল্পের গাড়ী প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত না হওয়া,মাঠ পর্যায়ে জনবলের স্বল্পতা, জিও ব্যাগ খোলা আকাশের নিচে,ভাঙ্গন প্রবণ এলাকায় স্টক ব্লক ব্যবহার না করা.	৪. প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত গাড়ী প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত না হওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।হাইমচর অংশের দক্ষিণে তীর রক্ষা কাজের শেষে পর্যায়ে এলাকাতে ভাঙ্গন দেখা দেয়ায় উক্ত এলাকাতে দ্রুত নদীর তীর রক্ষা করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে স্টক ব্লক ব্যবহার করা যেতে পারে। অব্যবহৃত স্টক ব্লক ব্যবহারের বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। যে সমস্ত জায়গায় সূর্যের আালোতে জিও ব্যাগ রয়েছে সেগুলো পানির মধ্যে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্টক ব্লকের একটি সঠিক পরিসংখ্যান দিতে হবে।
৫. আবাদী জমিতে স্টক ব্লক সংরক্ষণ করা, ব্লক সরে গিয়ে বাধেঁ নদীর পাড়ে শূন্য স্থানের সৃষ্টি,কাজের ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ড শেষ হয়ে যাওয়া।	৫. আবাদী জমি হতে স্টক ব্লক দ্রুত সরিয়ে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, নদীর তীর রক্ষা কাজের যে সমস্ত অংশে ব্লক সরে গিয়ে শূন্য স্থানের সৃষ্টি হয়েছে সেখানে দ্রুত মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে , বাপাউবো কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে দ্রুত জনবল পদায়ন করতে হবে, অব্যবহৃত স্টক ব্লক ব্যবহারের বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে, বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্টক ব্লকের একটি সঠিক

সমস্যা	সুপারিশ
	পরিসংখ্যান দিতে হবে।
৬. সুরমা নদীর ডান তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসময়োপযোগী সমীক্ষা ছাড়াই প্রকল্প গ্রহনের ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধিপ্রকল্পের আওতায় নির্মাণকৃত স্ট্রাকচার সমূহের রক্ষণাবেক্ষণঅনিশ্চয়তা; প্রকল্পের পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পেরExternal Audit সম্পন্ন করা হয়েছে, তবে ৯ টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়নি	৬. ভবিষ্যতে সময়োপযোগী সম্ভাব্যতা / কারিগরী সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রকল্প প্রণয়ণ করতে হবে; প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকৃত স্ট্রাকচার সমূহের রক্ষণাবেক্ষন নিশ্চিত করতে হবে; ইতোমধ্যে যেসব স্ট্রাকচার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা মেরামতের বিষয়ে দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে। External Audit এর আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।
৭. নোয়াখালীজেলারহাতিয়াউপজেলাধীনতমরুদ্দিনও বাংলাবাজারএলাকায় পোল্ডার৭৩/১ (এ+বি) রক্ষাকল্পেনদী তীর সংরক্ষণপ্রকল্পে বিভিন্ন স্থানে ব্লক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এবং ব্লকেরDistributionঅসামঞ্জস্যপূর্ণ জিও ব্যাগ সূর্যের আলোতে উন্মুক্ত অবস্থায় থাকা,তমরুদ্দিন বাজার সংলগ্ন রাস্তায় ভাঙ্গন ইত্যাদি।	৭. যে সমস্ত স্থানে ব্ল ক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং ব্লকের Distribution অসামঞ্জস্যপূর্ণ সেখানে স্টক ব্লক হতে দ্রুত ব্লক ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ; তমরুদ্দিন আঠারবেকি ইউনিয়ন হতে পশ্চিম খিরুদিয়া আজ মর খাল পর্যন্ত ১২০০ মিটার এলাকাতে বেড়ি বাঁধ নির্মাণের বিষয়টি পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক টেকনিক্যাল কমিটি গঠনের মাধ্যমে বিবেচনা করা যেতে পারে ; তমরুদ্দিন বাজার সংলগ্ন রাস্তায় ভাঙ্গন রোধে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
৮. উপকূলীয় অঞ্চলের পোল্ডার সমূহ দীর্ঘ সময় পূনর্বাসন/মেরামত না করায় প্রতিনিয়ত জোয়ার-ভাটা এবং নিম্নচাপ জনিত কারনে সৃষ্ট উচ্চ জোয়ারের প্রভাবে পোল্ডারের অবকাঠামো সমূহ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।	৮. ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডারের অবকাঠামোসমূহের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
৯. গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্পে বুড়িচং উপজেলার মিরপুরে গোমতি নদী ডান তীর সংরক্ষণকৃত স্থানে বালু পরিবহনবাহী ট্রলার নোঙর করায় সংরক্ষণকৃত কাজটি ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। এছাড়া পরিবহনকারী ট্রাক্টর নদীর বাঁধের উপর চলাচল করছে। এতে বাঁধের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় নির্মিত র্যা ম্পের ফিনিশিং কাজ মানসম্মত প্রতীয়মান হয়নি ।	৯. রাজস্ব বাজে টের আওতায় প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের রক্ষণাবেক্ষন নিশ্চিত করা যেতে পারে; বালি পরিবহনকারী ট্রলার যাতে নদীর তীর সংক্ষণ কাজের এবং বালু পরিবহনকারী ট্রাক্টর যাতে নদীর embankment ক্ষতিগ্রস্থ না করতে পারে সেজন্য স্থানীয় প্রশাসন প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; ভবিষ্যতে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কাজের ফিনিশিং কাজ মানসম্মত করার বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে;
১০. ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার ফেনী রেগুটেরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং মীরশরাই উপজেলার পশ্চিমজোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর সংরক্ষরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ১১. স্থানীয় জনসাধারণের জমি অধিগ্রহণ করা হলেও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ না দেয়া, নদীর তীরে ড্রেজিং-এর মাধ্যমে বালু উত্তোলন করার ফলে নদীর তীরের নীচের গর্তের সৃষ্টি হচ্ছে,দুই একটা জায়গায় ব্লক কিছুটা দেবে গিয়েছেগাইড বাধেঁর বেশ কিছু স্থানে উঁচু-নিচু খানাখন্দের সৃষ্টি	১০. দক্ষিণ-পূর্বচর চাঙ্গিয়ার চর খন্দকারসহ ৭নং সোনাগাজী উপজেলার কৃষি জমি লবনাক্ততার প্রকোপ থেকে রক্ষা করার জন্য মুহুরী প্রজেক্টের রেগুলেটর থেকে চর আবুল্যা এবং বাহির চর মৌজা হতে বড়ধলী পর্যন্ত গাইড বাঁধ/আউটার বেড়ী নির্মাণ

সমস্যা	সুপারিশ
হয়েছে	করা যেতে পারে। প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে, নদীর তীরে ড্রেজিং-এর মাধ্যমে বালু উত্তোলন বন্ধ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে,যে সমস্ত জায়গায় ব্লক কিছুটা দেবে গিয়েছে সেগুলোর মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, গাইড বাধেঁর উপর মহিষ চলাচল বন্ধ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে,সম্পাদিত প্রকল্পের এক্সটার্নাল অডিট অবজেকশনগুলো দ্রুত নিস্পত্তি করতে হবে.
১২. চন্দনা-বারাশিয়া নদী খনন প্রকল্পেত্রুটিপূর্ণ ডিজাইন, কোন ধরনের সমীক্ষা ছাড়াই প্রকল্প গ্রহণ, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের গাফিলতীও উদাসীনতা এবংনদীরপাড় ভেঙ্গেযাওয়া।	১১. প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ডিজাইনে ত্রুটি থাকার বিষয়টি নজরে আসার পরও তা সংশোধন না করেই প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য দায়ী কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে; রাজবাড়ি জেলার চান্দনা নদী খননে প্রকল্প উদ্দেশ্য অর্জিত না হওয়ার বিষয়টি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় খ তিয়ে দেখবে; প্রকল্পের ডিজাইনে ত্রুটি ছিল কি-না সে বিষয়টি একটি কারিগরী কমিটি পর্যালোচনা করে দেখতে পারে এবং চান্দনা নদী পুনঃ খনন করে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ চলাচলের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
শিল্প	
১. তুঁত জাত ও রেশমকীটের মাতৃ-পিতৃজাত সংরক্ষণের জন্য রাজস্ব বাজেটে অনুন্নয়ন খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ পর্যাপ্ত নয়।	১. তুঁত জাত ও রেশমকীটের মাতৃ-পিতৃজাত সংরক্ষণের লক্ষ্যে অনুন্নয়ন খাতের রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজণীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করা আবশ্যক।
২. সঠিক জনবলের অভাবে নিয়মিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অনেক মূল্যবান যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।	২. প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত মূল্যবান যন্ত্রপাতি নিয়মিত ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে যাতে ব্যবহার না হওয়াজনিত কারণে যন্ত্রপাতিগুলো নষ্ট না হয়।
৩. প্রকল্পের আওতায় টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে তার অধিকাংশ ফ্যাক্টরিতে ব্যবহারের জন্য তৈরী করা হয়েছে। ল্যাব ভারশন ক্রয় করা হলে ব্যয় সাশ্রয়সহ অপারেটিং ব্যয়ও কম হত।	৩. ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্পের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টরি ভারশনের পরিবর্তে ল্যাব-ভারশন যন্ত্রপাতি ক্রয় করা যেতে পারে
৪. অনুমোদিত জনবলের কাঠামোতে জনবলের সংস্থান থাকলেও বেশ কয়েকটি পদ শূণ্য রয়েছে।	৪. অনুমোদিত জনবলের শুণ্য পদ পূরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সমস্যা	সুপারিশ
বিদ্যুৎ	
১. প্রকল্প গ্রহণের সময় সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা না করে এবং ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। ফলে পরবর্তীতে কাজের পরিধি বেড়ে যায়, ফলশ্রুতিতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়।	১. প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মতভাবে ব্যয় ও সময় নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা অনুসরণ করা প্রয়োজন।
২. বার বার মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্যে দাম বেড়ে যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দরপত্রের রেট শিডিউল পরিবর্তন হয়ে যায়, ফলে প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যায়।	২. কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতে পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত ঠিকাদার নিয়োগ করা প্রয়োজন।
৩. জটিল ও ব্যতিক্রমধর্মী কাজের ক্ষেত্রে অনেক সময় টার্ণকী ঠিকাদারের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা বেড়ে যায় এবং চুক্তি স্বাক্ষরের সময় সকল শর্তাবলী সাবধানতার সাথে বিবেচনা করা হয়না বিধায় টার্ণকী ঠিকাদার বিভিন্ন সময় বাড়তি বিল দাবী করার সুযোগ পায়।	৩. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ বিশেষ করে নিম্নমানের পূর্ত কাজের জন্য তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনী য় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
৪. মূল ডিপিপি অনুমোদনের তারিখের পরেও টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরি , টেন্ডার আহবান, মূল্যায়ন ও কার্যাদেশ প্রদানে অনেক বিলম্ব হয়। ফলে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এক বছর থেকে দুই বছর বিলম্ব হয়ে যায়।	৪. সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী দেশ/প্রতিষ্ঠান থেকে দ্রুত সঠিক সময়ে অর্থ প্রাপিতর বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও মন্ত্রণালয় /বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
৫. সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর ও কার্য কর করতে যথেষ্ট বিলম্ব হয়।	৫. বিদ্যমান সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
৬. সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের দরপত্র মূল্যায়নের সময় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কনকারেন্স পেতে যথেষ্ট বিলম্ব হয়।	৬. প্রকল্প সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি বা পরিবর্তন না করে বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়াগে সচেষ্ট থাকার প্রয়োজন আছে।
৭. ভূমি অধিগ্রহণজনিত জটিলতার কারণে বেশির ভাগ প্রকল্পে যথেষ্ট সময়ক্ষেপণ হয়।	৭. বিভিন্ন সংস্থার আওতায় বাস্তবায়নাধীন ও ভবিষ্যতে প্রকল্পের জন্য সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী পূর্ণকালীন ও যোগ্য প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়টি উদ্যোগী বিভাগ হতে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
৮. প্রকল্প দপ্তরের অদক্ষতার কারণে এবং দূরদর্শিতার অভাবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্ব হয়।	৮. প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পর পরই পি সিআর প্রণয়ন করে আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।
তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	
১. প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নে অত্যাধিক বিলম্ব হয়।	১. প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মতভাবে ব্যয় ও সময় নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা অনুসরণ করা প্রয়োজন।

সমস্যা	সুপারিশ
২. কাজের গুণগতমান সংক্রান্ত সমস্যা।	২. কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতে পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত ঠিকাদার নিয়োগ করা প্রয়োজন।
৩. সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী দেশ /প্রতিষ্ঠান থেকে দ্রুত সঠিক সময়ে অর্থ প্রাপ্যতা সবসময় নিশ্চিত করা যায় না। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়	৩. সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী দেশ/প্রতিষ্ঠান থেকে দ্রুত সঠিক সময়ে অর্থ প্রাপ্যতার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও মন্ত্রণালয় /বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
৪. প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পর আইএমইডিতে পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব হয়।	৪. প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পর পরই পিসিআর প্রণয়ন করে আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।
৫. গ্যাস কূপ হতে উৎপাদিত গ্যাসের চাপ কমে যাওয়ায় কূপ বাতিল করা।	৫. ভবিষ্যতে থ্রী-ডি সাইসমিক সার্ভের তথ্যসহ অন্যান্য তথ্যাদির কারিগরী বিশ্লেষণ ও ইন্টারপ্রিটেশন ইত্যাদি প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক পরামর্শকের সহায়তা নিয়ে বাপেক্স কর্তৃক সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করে তার ভিত্তিতে নির্নিত ফলাফলের আলোকে কূপ খননের প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।
পরিবহণ	
১. যথাযথ সমীক্ষা ছাড়া প্রকল্প গ্রহণ ও ব্যয় প্রাক্কলন করা। ফলে ঘন ঘন প্রকল্প সংশোধন ও প্যাকেজ ভেরিয়েশন অর্ডার প্রয়োজন হয়। এতে প্রকল্পের সময় ও ব্যয় উভয়ই বৃদ্ধি পয় এবং অর্থ ব্যয়ের যথার্থতা থাকে না।	১. প্রকল্প গ্রহণকালে পর্যাপ্ত সমীক্ষা ও বাস্তবভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করতে হবে।
২. ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন ও পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক না থাকা।	২. প্রতিটি প্রকল্পের বিপরীতে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করতে হবে এবং প্রকল্প সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত যথাসম্ভব প্রকল্প পরিচালককে বদলী করা যাবেনা। প্রয়োজনে ছোট ছোট প্রকল্পের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/তত্ত্বাবধায় প্রকৌশলীর পরিবর্তে নির্বাহী প্রকৌশলী পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে।
৩. প্রকল্পভিত্তিক ক্রয় কার্যক্রম/ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করে আর্থিক বছরভিত্তিক ছোট ছোট প্যাকেজে ঠিকাদার নিয়োগ করার প্রবনতা।	৩. প্রকল্প অনুমোদনের অনধিক ৬ মাসের মধ্যে প্রকল্পের বিপরীতে যথাসম্ভব সকল ঠিকাদার নিয়োগ/ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
৪. ভূমি অধিগ্রহণ ও স্থাপনা অপসারণ জটিলতা।	৪. একনেক/সরকারের সর্বোচ্চ ফোরামে অনুমোদিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া আরও যুগোপযোগী ও সরলীকরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	
১. প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণ এবং তা দখলে নিতে বিলম্ব হয়। এতে	১. জমি অধিগ্রহন কার্যক্রম দ্রুততারর সাথে

সমস্যা	সুপারিশ
প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে।	সম্পন্ন করতে হবে।
২. Time over run ও Cost over run	২. প্রকল্প প্রণয়নকালে এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে প্রকল্পের Time over run ও Cost over run না ঘটিয়ে নির্ধারিত ব্যয় ও সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করা যায়। এতে সরকারের বাস্তবায়িত প্রকল্প যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে এবং সরকারি অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে।
৩. এক্সটার্নাল ও ইন্টারনাল অডিট আপত্তি নিস্পত্তি না হওয়া।	৩. আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রক ল্পের অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিস্পত্তি করতে হবে।
৪. পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন না করা।	৪. প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের স্বার্থে নিয়মিতভাবে পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজনে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে।
৫. কাজের গুণগতমান সংক্রান্ত।	৫. কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতে পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত ঠিকাদার নিয়োগ করা প্রয়োজন।
৬. নির্মিত অবকাঠামোর সৃষ্ট নাগরিক সুবিধা টেকসই করার জন্য এগুলো সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।	৬. নির্মিত অবকাঠামোর সৃষ্ট নাগরিক সুবিধা টেকসই করার লক্ষ্যে এগুলো সংরক্ষণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৭. সকল পৌরসভার একটি করে মাষ্টার প্লান থাকা প্রয়োজন।	৭. যে সকল পৌরসভার এখনও মাষ্টার প্লান নেই সেসকলপৌরসভার মাষ্টার প্লান তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করাযেতেপারে
৮. সারাদেশে গ্রামীণ এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছেতবে নিরাপদপানি সরবরাহেরকভারেজ আরও বাড়ানোযেতে পারে।	৮. দেশের গ্রামীণ এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ আরও বাড়ানোর বিষয়টি মন্ত্রণালয় বিবেচনা করতে পারে।
৯. ট্রিটমেন্ট প্লান্টে পানি শোধনের জন্য ব্যবহৃত রসায়নিক যেমন-ব্লিচিং পাউডার ও সোডা ইত্যাদি মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়।	৯. পরিশোধনের জন্য ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যেমন-ব্লিচিং পাউডার ও সোডা ইত্যাদি সঠিক পরিমানে ও যথাযথ উপায়ে ব্যবহার করতে হবে যেন ট্রিটমেন্ট প্লান্টের মিক্সিং চেম্বারের আশেপাশের পরিবেশ দূষিত না হয় এবং সম্পদের অপচয় না হয়।
শিক্ষা ও ধর্ম	
১. শিক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যধিক হারে বেড়ে যাবার কারণে দেশের অতি দরিদ্র্য অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃত্তি প্রদানের জন্য শিক্ষার্থী বাছাই করা দুরূহ হয়ে পড়ে, সে ক্ষেত্রে উপবৃত্তি প্রদানের সংখ্যা অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হয়েছে। এছাড়া, দেশের মফস্বল এলাকায় উপবৃত্তির হার শহরের তুলনায় কম বলে প্রতিয়মান হয়।	১. উপবৃত্তি প্রদানের সংখ্যা ভবিষ্যতে আরোও বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে, দেশের কম সুবিধাপ্রাপ্ত মফস্বল এলাকায় উপবৃত্তির হার শহর এলাকার তুলনায় বৃদ্ধি করা যেতে পারে;
২. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার্থীর ড্রপ-আউটের হার কতটুকু হ্রাস পেয়েছে সে সম্পর্কিত কোন সমীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য পিসিআরএ	২. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার্থীর ড্রপ-আউট-এর হার কতটুকু হ্রাস পেয়েছে এবং পাশাপাশি, পাশের হার বৃদ্ধি এবং শিক্ষার

সমস্যা	সুপারিশ
উল্লেখ নেই বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে জানাতে পারেননি;	গুনগতমান বৃদ্ধি ও আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কিত সমীক্ষা পরিচালনা করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।
৩. ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা যথেষ্ঠ ছিলনা মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে ; তাছাড়া প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীন ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আন্তরিকতার অভাব অনুভূত হয়েছে;	৩. ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা যথেষ্ঠ ছিলনা মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে; প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে ;
৪. প্রকল্প পরিচালক বার বার পরিবর্তন এবং পরামর্শক নিয়োগে বিলম্বের ফলে প্রকল্পের সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়নি মর্মে জানা যায়;	৪. প্রকল্প পরিচালক বার বার পরিবর্তন এবং পরামর্শক নিয়োগে বিলম্বের ফলে প্রকল্পের সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়নি। ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণকালে প্রকল্প পরিচালক বার বার পরিবর্তনের বিষয়টি পরিহার করতে হবে;
৫. ঋন ও গ্রান্টসহ জিওবি অর্থ সুষ্ঠুভাবে ব্যয় করতে কাঙ্খিত দক্ষতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া প্রকল্প সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য কাঙ্খিত মাত্রায় অর্জন ব্যহত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।	৫. ঋন ও গ্রান্টসহ জিওবি অর্থ সুষ্ঠুভাবে ব্যয় করার বিষয়টিতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এর আরও তৎপর হওয়া আবশ্যক।
৬. বিদ্যালয়ে আইসিটি ল্যাব স্থাপন সরকারীভাবে করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজস্ব অর্থায়নে ল্যাবের উন্নয়ন করেছে তবে বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠানের সরকারের প্রতি নির্ভশীলতার প্রবনতা রয়েছে। এছাড়া বিদ্যালয়সমূহে স্থাপিত IT Lab যথাযথ রক্ষনাবেক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে;	৬. বিদ্যালয়ে আইসিটি ল্যাব সুবিধার টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহ-কে নিজস্ব অর্থায়নে ল্যাবের উন্নয়ন ও রক্ষনাবেক্ষণ করতে হবে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়/সংস্থা প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারে;
৭. প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মজীবী শিশুকে মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা হলেও বর্ণিত সংখ্যাক শিশুদের কোন ডাটা বেইজ সংরক্ষণ করেননি। প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর কোন প্রকার ফলোআপ হয়নি। প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান নিয়ে কত সংখ্যক শিশু জীবনমুখী কোন কাজে সম্পৃক্ত আছে সে তথ্য প্রকল্প দপ্তর সংরক্ষণ করেননি।	৭. প্রকল্পের কার্যক্রম এর কার্যকারিতা বা ফলাফল মূল্যায়নের জন্য বা পরবর্তীতে এ কার্যক্রমটি চলমান রাখা/না রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমজীবী শিশুদের ডাটা বেইজ সংরক্ষণসহ ফলোআপ করার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৮. ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অংগের আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু প্রশিক্ষণার্থীদের কোন তালিকা প্রকল্প অফিসে সংরক্ষণ করা হয়নি। প্রশিক্ষণ লব্ধ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রকল্প দপ্তরে কর্মরত থেকে প্রকল্প পরিচালনা কার্যক্রমে সক্ষমতা অর্জন করেছে মর্মে প্রতীয়মান হয়নি।	৮. প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কারিগরী প্রশিক্ষণের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা কাজে লাগানোর লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
৯. যে সকল শিক্ষার্থী উপবৃত্তির সুবিধা পায় তারা নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকলেও উপবৃত্তি সুবিধা না পাওয়া শিক্ষার্থীরা নিয়মিত বিদ্যালয় উপস্থিত হয় না। এতে করে উপবৃত্তি প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিছুটা বৈষম্য দেখা দেয়;	৯. ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হলে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ এবং দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি রোধকল্পে শতভাগ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান এবং প্রতি শিক্ষার্থীকে প্রদেয় উপবৃত্তির অর্থের পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে। এ বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে

সমস্যা	সুপারিশ
	পারে।
১০. প্রকল্পের কার্যক্রমের নিয়মিত কোন অডিট করা হয় না। ফলে প্রকল্পের কার্যক্রমে স্বচ্ছহতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার বাধাগ্রস্ত হয়।	১০. প্রকল্পের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সব সরকারী উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক সদ্ ব্যবহার করার লক্ষ্যে প্রকল্পের কার্যক্রমের নিয়মিত অডিট করা প্রয়োজন।
১১. সাধারণভাবে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির কথা বলা হলেও কিছু খাতে যেমন: বেতন/ভাতা , যানবাহন, পরিচালন/রক্ষণাবেক্ষন ইত্যাদি খাতের ব্যয় সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়। এছাড়া সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে ইতোমধ্যে ব্যয়িত অর্থের উপযোগীতা প্রাপ্তি বিলম্বিত হয়;	১১. অতি আবশ্যক না হলে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির সংস্কৃতি পরিহার করা প্রয়োজন;
১২. মেরামত ও সংস্কারমূলক প্রকল্পের ক্ষেত্রে বাস্তব কাজ ও ব্যয় প্রাক্কলনে যথেষ্ট জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।	১২. মেরামত ও সংস্কারমূলক প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রণয়নকালেই প্রয়োজনীয় কাজ চিহ্নিত ও এর পরিমাণ ও প্রাক্কলন সুনির্দিষ্টভাবে স্থির করে তা ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করবে;
১৩. প্রকল্পের আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে অডিট কার্যক্রম যথাশীঘ্র সম্পন্ন করা প্রয়োজন;	১৩. মেরামত ও সংস্কারমূলক প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রণয়নকালেই প্রয়োজনীয় কাজ চিহ্নিত ও এর পরিমাণ ও প্রাক্কলন সুনির্দিষ্টভাবে স্থির করে তা ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করবে;
১৪. প্রকল্প সমাপ্তির পর আইএমইডিতে ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের কথা থাকলেও আইএমইডিতে পিসিআর বিলম্বে পাওয়া যায় , পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব ঘটা সমীচীন নয়।	১৪. ভবিষ্যতে কোন প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে;
১৫. প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ইস্যু রেজিস্টারে এন্টি না করেই বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট সরবরাহ করা হয়, ফলে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতিসমূহের অবস্থা ও অবস্থান নির্ণয় করা কস্টসাধ্য হয়;	১৫. প্রকল্পের অধীনে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতির Inventory এর বিবরণী তৈরী করতে হবে এবং উক্ত বিবরণীটির হার্ডকপি ও সফট কপি বাস্তবায়নকারী সংস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে ।
১৬. প্রকল্পের আওতায় নির্মিত আবাসিক ভবনে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বাড়ী ভাড়া কাটা হচ্ছে না;	১৬. সরকারি অর্থে নির্মিত ভবন সরকারি নিয়মানুযায়ী যাতে ভাড়া কর্তন করা হয়, সে বিষয়টি সংশ্লিস্ট কর্তৃপক্ষ এবং মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে।
১৭. প্রকল্পের আওতায় সার্বিক নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক বলে মনে হলেও স্থাপনাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ যথেষ্ট পরিমাণে করা হয় না;	১৭. প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ;
১৮. নির্মাণ কাজ শেষ হবার মাত্র এক বৎসর সময়ের মধ্যে দেয়ালে ড্যাম্প ধরা বা রং নষ্ট হয়ে যাওয়া নিম্নমানের কাজের উদাহরণ;	১৮. নির্মাণ কাজের মান বজায় রাখার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে;
১৯. প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ডিপিপি 'র সংস্থান অনুযায়ী সময়মত পর্যাপ্ত বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। ফলশ্রুতিতে টেন্ডার আহবানপূর্বক মেরামত ও সংস্কার কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধি করতে হয়েছে;	১৯. ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয় ডিপিপিতে উল্লিখিত বছর-ভিত্তিক ব্যয়ের প্রাক্কলন অনুযায়ী এডিপি / আরএডিপি বরাদ্দ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ সময়মত প্রয়োজনীয় বরাদ্দ পাওয়ার লক্ষ্যে প্রকল্প কর্তৃপক্ষকেও যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে যাতে করে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হয়;
২০. বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বর্তমান অবকাঠামোতে অতিরিক্ত সংখ্যক শিক্ষার্থীদের তীব্র আবাসিক	২০. বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বর্তমান অবকাঠামোতে

সমস্যা	সুপারিশ
সংকট রয়েছে, উদাহরণ স্বরূপ- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি জসীম উদ্দিন হল পারিদর্শনকালে আবাসনের তীব্র সংকট পরিলক্ষিত হয়েছে।	অতিরিক্ত সংখ্যক শিক্ষার্থীদের তীব্র আবাসিক সংকট মোকাবেলায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন;
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	
১. ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণ বাবদ প্রাক্কলিত ব্যয় সম্পন্ন হলেও সেই জমি দখলে পাওয়া যায়নি।	১. অধিগ্রহণকৃত জমির দখল পেতে সংস্থা ও মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
২. প্রকল্পের আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত কোচদের মাসিক সম্মানীর পরিমান কম হওয়ায় তাদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়েছে।	২. সমগ্র দেশে জেলা পর্যায়ে/তৃণমূল পর্যায়ে নিয়মিতভাবে প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচী অব্যাহত রাখাসহ দক্ষ এবং অভিজ্ঞ কোচ দিয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা আবশ্যক। কোচদের সম্মানী বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।
৩. প্রকল্পের আওতায় ব্যবহৃত পুরাতন টার্ফের মান ভাল না থাকায় প্র্যাক্টিস মাঠের অর্ধেকটায় (প্রায় ৩৭৬০০ বর্গফুট) লাগানো সম্ভব হয়েছে। পুরাতন টার্ফের টেম্পার নষ্ট হয়েছে ফলে প্র্যাক্টিস মাঠে তা সম্পূর্ণভাবে লাগানো সম্ভব হয়নি।	৩. হকি মাঠের চাহিদা ও ব্যবহারের গুরুত্ব বিবেচনায় ভবিষ্যতে প্র্যাক্টিস মাঠে নতুন করে সিনথেটিক টার্ফ লাগানো যেতে পারে। এটা লাগানো হলে প্রশিক্ষণার্থীদের পাশাপাশি খেলোয়াড়রা নিয়মিত অনুশীলন করতে পারবে।
৪. বিকেএসপি'র আওতায় নির্মিত হকি মাঠ প্রয়োজনের তুলনায় ব্যবহার বেশি হয়। ফলে এ মাঠে স্থাপিত কৃত্রিম টার্ফের আয়ুস্কাল/স্থায়ীত্বকাল নির্ধারিত সময়ের তুলনায় কম হয়। পাশাপাশি এগুলো রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রচুর জনবল ও অর্থের প্রয়োজন হয় যা সংকুলান করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাড়ায়।	৪. প্রকল্পের আওতায় হকি মাঠে স্থাপিত কৃত্রিম টার্ফ প্রয়োজনের তুলনায় ব্যবহার বেশি হয় এবং এর আয়ুস্কাল নির্ধারিত সময়ের তুলনায় কম হয়। ফলে এ মাঠে স্থাপিত কৃত্রিম টার্ফের আয়ুস্কাল/স্থায়ীত্বকাল বজায়/বৃদ্ধির লক্ষ্যে এর ব্যবহার সীমিত/বিকল্প ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
৫. রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে পুলের কয়েক জায়গার টাইলস ভাংগা পরিলক্ষিত হয়। এতে ভবিষ্যতে পুলের পানি লিক করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।	৫. ভবিষ্যতে পুলের পানি যাতে লিক না করে সেজন্য সুইমিংপুলের কয়েক জায়গার পরিলক্ষিত ভাংগা টাইলস যথাশীঘ্রই মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে।
৬. নাটোর স্টেডিয়ামে প্যাভিলিয়ন ভবনের নিচতলায় ড্রেসিং রুমের সংস্থান রাখা হয়েছে যা ত্রুটিপূর্ণ। দোতলায় হলে ভাল হত যাতে করে খেলোয়াড়রা মাঠের খেলা দেখে প্রস্তুতি নিতে পারে।	৬. খেলোয়াড়দের সুবিধার্থে মাঠের খেলা দেখে প্রস্তুতি নেয়ার নিমিত্ত প্যাভিলিয়ন ভবনের দোতলায় ড্রেসিং রুমের সংস্থান রাখা যায় কিনা সে বিষয়টি কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করতে পারে
৭. হবিগঞ্জ স্টেডিয়াম পরিদর্শনকালে প্রাণ কোম্পানীর স্পন্সরসিপে কনসার্ট প্রোগ্রামের চলমান প্রস্তুতি পরিলক্ষিত হয়। এতে করে মাঠে স্থাপনা নির্মাণের কারণে মাঠ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং এর ব্যবহার উপযোগিতা হারায়। পরবর্তীতে এটাকে পুনরায় খেলাধুলার উপযোগি করতে সরকারি অর্থের ব্যয় হয়।	৭. খেলাধুলার উপযোগি রাখতে এবং সরকারি অর্থেরও সাশ্রয় করার লক্ষ্যে এখানে কনসার্ট প্রোগ্রাম না করার বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে

সমস্যা	সুপারিশ
স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ	
১. "এক্সটেনশন অব ঢাকা শিশু হাসপাতাল " শীর্ষক প্রকল্পে ডিপিপি'র অনুমোদিত সংস্থান ও চুক্তিমূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা এবং যথাযথ কর্তৃকপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে এক অংগের অর্থ অন্য অংগে অর্থ ব্যয় করা	১. যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে ডিপিপি'র সংস্থান ও চুক্তিমূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা, কতিপয় উপাঙ্গের বাস্তবায়ন না করে সংস্থানকৃত অর্থ এবং কতিপয় উপাঙ্গের সাশ্রয়কৃত অর্থ অন্য খাতে ব্যয়ের বিষয়টি পরিকল্পনা শৃঙ্খলার ব্যত্যয়। এ সকল বিষয়ে মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে আইএমইডি'কে অবহিত করবে;
২. "এক্সটেনশন অব ঢাকা শিশু হাসপাতাল" শীর্ষক প্রকল্পে অনুমোদিত সংস্থান অনুযায়ী যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না করায় ভবিষ্যত পরিকল্পনায় বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা;	২. ভবনটির অনুমোদিত আয়তন কমানো ও নকশা পরিবর্তন করা , জায়গা স্বল্পতার কারণে ছোট পরিসরে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার ও সাব-স্টেশন ভবন নির্মাণ করা , ১০০০ কেভিএ সাব-স্টেশন যন্ত্রপাতির স্থলে ৮০০ কেভিএ যন্ত্রপাতি স্থাপন করা, পাম্প মটর ২টির স্থলে ১টি ক্রয় করা হয়েছে। আয়তন ও নকশা পরিবর্তসহ গুরুত্বপূর্ণ এ উপাঙ্গগুলি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না করার বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং আইএমইডিকে তা অবহিত করবে;
৩. "এক্সটেনশন অব ঢাকা শিশু হাসপাতাল " শীর্ষক প্রকল্পে ছাড়কৃত অতিরিক্ত অর্থ বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়া	৩. ২০১১-২০১২ এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ সংক্রান্ত তথ্যাদির মধ্যে যথেষ্ট গড়মিল পরিলক্ষিত হয়েছে বিধায় জমাদান সংক্রান্ত বার্ষিক রিকনসিলিয়েশন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে এবং আইএমইডিকে তা অবহিত করবে;
৪. "এক্সটেনশন অব ঢাকা শিশু হাসপাতাল" শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ভবনটির নির্মাণ কাজের জন্য সেক্টর কর্মসূচী হতে বরাদ্দ প্রদান	৪. ২০১১-২০১২ অর্থবছরে "এক্সটেনশন অব ঢাকা শিশু হাসপাতাল " শীর্ষক প্রকল্পের (কোড নং ৫-২৭১১-৫০২০) কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সেক্টর কর্মসূচী হতে একই কোয়ার্টারসমূ হে বরাদ্দ ও অর্থছাড় করার বিষয়টি স্পষ্ট নয়। ভবন নির্মাণ কাজের জন্য সেক্টর কর্মসূচী হতে অর্থছাড় করা সমীচীন হয়নি। সেক্টর কর্মসূচী হতে অর্থছাড়ের বিষয়ে মন্ত্রণালয় যথাযথ ব্যাখ্যা সহ যৌক্তিকতা প্রদান করবে;

সমস্যা	সুপারিশ
৫. শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্র তিষ্ঠান স্থাপন প্রকল্পের হাসপাতাল ভবনটি যথাযথভাবে হস্তান্তর না করা	৬. নির্মাণ সংস্থা ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ভবনসমূহের হস্তান্তর প্রক্রিয়ার বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
৬. শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণ কাজে ত্রুটি	৭. প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন সকল নির্মাণ ত্রুটি মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
৭. শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠা নের প্রয়োজনীয় জনবলের পদ সৃজন হওয়া সত্বেও সৃজিত পদে জনবল নিয়োগ/পদায়ন না করা	৯.চিকিৎসকসহ সকল সৃজিত পদে জনবল নিয়োগ/পদায়ন নিশ্চিৎ করতে হবে;
৮. শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রকল্পের একাডেমিক ও গবেষণার জন্য affiliation নেয়ার পদক্ষেপ না নেয়া এবং একাডেমিক ও গবেষণা কার্যক্রম শুরু না করা, এজন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দের ব্যবস্থা না করা;	১০. একাডেমিক কোর্স পরিচালনার জন্য affiliation গ্রহণ ও সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে একাডেমিক ও গবেষনা কার্যক্রম শুরু করতে হবে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দের ব্যবস্থা সংস্থান করতে হবে
৯. শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রকল্পের ১৪টি ভবন হস্তান্তরিত না হওয়ায় অব্যবহারজনিত কারণে ভবনগুলো নষ্ট হওয়া এবং	১৩. ভবনগুলো দ্রুতই সংস্থার নিকট হস্তান্তর করে এর সুষ্ঠূ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভবনগুলোতে প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু করা।
১০. শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রকল্পের বরাদ্দ ব্যতীরেকে ৪টি ভবনের অধিকাংশ কক্ষ/ফ্লাটে বিধিবর্ভুতভাবে বৈদ্যুতিক রাইসকুকার/চুলাসহ বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার করা	১৫. বরাদ্দপত্র ছাড়া সরকারী আবাসিক স্থাপনায় বসবাসকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের নিকট থেকে বিধি মোতাবেক বকেয়াসহ সম্পুর্ন বাড়িভাড়া কর্তন করা যেতে পারে; এছাড়া তাদের নিকট থেকে উক্ত ভবনগুলোতে ব্যবহৃত বিদ্যুতের বিল/পানির বিল বকেয়াসহ আদায় করা যেতে পারে।
১১. শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠা ন স্থাপন প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও ৩টি গাড়ি পরিবহন পূলে জমা না দেয়া অথবা টিওই ভুক্তনা করা	১৬. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও ৩টি গাড়ি পরিবহন বিধি অনুযায়ী টিওই ভুক্ত করতে হবে।
সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	
১. বর্তমানে দেশের ৫৩ টি জেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবনে পরিচালিত যুব প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারী প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা তাদের সংখ্যা ও ট্রেডের চাহিদা অনুযায়ী সুবিন্যাস করা হয়নি। যেমনঃ পরিদর্শিত এলাকা মাগুড়ায় আবাসনের চাহিদা থাকা সত্বেও ছাত্রাবাস ও ছাত্রীবাসের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারন করা হয়নি। অন্যদিকে হবিগঞ্জ ও ফরিদপুরে আবাসনের সুবিধা অনুযায়ী চাহিদা (বিশেষ করে ছাত্রীদের ক্ষেত্রে) তুলনামুলকভাবে কম।	১. যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং প্রশিক্ষণা র্থীদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা তাদের সংখ্যা ও চাহিদা অনুযায়ী সুবিন্যাস করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। অফিস কাম একাডেমিক ভবনে ট্রেডের প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষের ব্যবস্থা করতে হবে। ভবিষ্যতে অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাস্তব চাহিদা বিবেচনায় নিতে হবে।
২.যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় জেলা পর্যায়ে একই ধরনের যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। ১২৪০ বর্গমিটার আয়তনের ৫ তলাবিশিষ্ট অফিস কাম একাডেমিক ভবনে (প্রতি তলা ২৪৮ বর্গমিটার) উপ-পরিচালকের কার্যালয়, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটরের কার্যালয়, ২টি গেষ্ট রুম ছাড়া যে জায়গা অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণের জন্য কক্ষের সংকুলান করা সম্ভব হয়না। কিছু কিছু ট্রেডের প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দকৃত কক্ষ (কম্পিউটার, বিউটিফিকেশন, পোষাক শিল্প ইত্যাদি) অন্য ট্রেডের প্রশিক্ষণ কাজেও ব্যবহার করা যায়না।	

সমস্যা	সুপারিশ
৩. ৪টি ট্রেডের মধ্যে কম্পিউটার ব্যতীত অন্যান্য ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থী কম হওয়ায় যন্ত্রপাতি তুলনামূলকভাবে কম ব্যবহার হচ্ছে।	২. প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কোর্স দ্রুত চালুকরণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ভবনের অব্যবহৃত কক্ষগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
৪.প্রশিক্ষণ ভবনটির বেশ কিছু কক্ষের ব্যবহার এখনও শুরু হয়নি। অব্যবহৃত কক্ষ সমূহে প্রতিদিন দুটি ব্যাচে প্রশিক্ষণ দেয়ার সুযোগ রয়েছে।	৩. কম্পিউটার ও অন্যান্য সকল যন্ত্রপাতির সর্বাত্বক ব্যবহার ও সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।
৫.অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সব কাজ সম্পন্ন করা হয়নি ।	৪.অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী যেসব কাজ অদ্যাবধি সম্পন্ন করা হয়নি তা অনতিবিলম্বে সম্পন্ন করতে হবে এবং আইএমইডিকে তা অবহিত করতে হবে।
৬.অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রত্যাশী সংস্থার অবদানের অংশ হিসেবে ক্রয়কৃত ৩.৩০ একর জমির সম্পূর্ণ অংশ এ প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছেনা। শুধুমাত্র এ প্রকল্পের কাজে ব্যবহারযোগ্য জমির অংশের মূল্যমানই প্রত্যাশী সংস্থার অবদান হিসেবে ধরা প্রয়োজন ছিল। তাহলে সরকারি অংশের পরিমাণ আরও কম হত এবং জিওবি অংশে অর্থের সাশ্রয় ও যথাযথ ব্যবহার হত। বে সরকারি নীতিমালার আলোকে সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে মন্ত্রনালয় কর্তৃক Feasibility study এর মাধ্যমে প্রত্যাশী সংস্থার অস্তিত্ব , কার্যক্রম, গঠনতন্ত্র, নিবন্ধীকরণ, এর কার্যক্রম এলাকা , জমির কাগজপত্র, প্রকল্প এলাকা নির্ধারনের যৌক্তিকতা, প্রস্তাবিত ম্যানেজমেন্ট সে ট-আপ ইত্যাদি সম্পর্কে ভাল করে যাচাই করা প্রয়োজন।	৫. এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবশ্যই Feasibility study করতে হবে এবং স্টাডির ডিজাইন এমনভাবে করতে হবে যাতে প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়। এক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকা, জমির মালিকানা , প্রত্যাশী সংস্থা , ট্রাষ্টি বোর্ড ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা পূর্বেই সংগ্রহ করতে হবে।
জনপ্রশাসন	
১. প্রকল্প কালীন সময়ে পূর্ণ মেয়াদে কোন জনবল নিয়োজিত ছিল না। উপরন্তু প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজে নিযুক্ত ০৮ জন (প্রকল্প পরিচালক ও উপ প্রকল্প পরিচালক সহ) জনবলের সবাই নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ফলে তাদের জন্য নিয়মিত কাজের বাইরে প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের সংস্থান করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল।প্রকল্পে নিয়োজিত জনবলের মধ্যে প্রোগ্রামার ছাড়া কেউই আইসিটি ব্যাক গ্রাউন্ডের ন য়। ফলে সম্পূর্ণ আইসিটি বেইজড এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্প পরিচালকের বদলীর কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়।	১. প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটরিং এবং সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রকল্পে পূর্ণ মেয়াদে জনবলের (বিশেষ করে প্রকল্প পরিচালক এবং উপ/সহকারী প্রকল্প পরিচালক) সংস্থান রাখা আবশ্যক । এছাড়া এ জাতীয় প্রকল্পে দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করে বাস্তবায়নকালীন সময়ের জন্য নিয়োগ করতে হবে। প্রকল্প পরিচালকের বদলী যতদূর সম্ভব পরিহার করতে হবে।
২. সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিপিএটিসি -এর সকল অনুষদ সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় , জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় , ক্যাবিনেট ডিভিশন, পরিকল্পনা কমিশন , আইএমইডি, অর্থ বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ) সার্বিক সামর্থ্য ও দক্ষতার বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন করা প্রকল্পের উদ্দেশ্যে-২ এ বর্ণিত থাকলেও বেশিরভাগ কার্যক্রমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ক্যাবিনেট ডিভিশন, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, অর্থ বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভা গের প্র তিনিধির অংশগ্রহনের হার খুবই নগন্য পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে প্রকল্পের এ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জন প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।	২. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের উন্নয়নের লক্ষ্যে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের আবশ্যকতা রয়েছে। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস বা জনপ্রশাসন বলতে শুধুমাত্র একটি বা সীমিত সংখ্যক ক্যাডারকে বুঝায়না উপরন্তু সরকারের সকল ক্যাডারের সমষ্টিগত কর্মকর্তাগোষ্ঠীকে বুঝায় যাদের সমন্বিত প্রচেষ্টা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। তাই প্রকল্পের মাধ্যমে কর্তকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ -সকল ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য যৌক্তিক সমতা র ভিত্তিতে নির্ধারণ করে ভবিষ্যত প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। বিশেষ

সমস্যা	সুপারিশ
	করে এ জাতীয় প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রশাসন ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্ভেন্টদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিভিল সার্ভিসের সংশ্লিষ্ট ক্যাডারদের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে;
৩. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম হিসেবে Foundation training Course(FTC), Advanced Course on Administration and Development (ACAD) এবং Senior staff Course (SSC) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কিন্তু এসব কোর্সের মধ্যে শুধুমাত্র এফ .টি.সি.তে সব ক্যাডারের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহনের সুযোগ থাকলেও অন্য ২টি কোর্সে (এ.সি.এ.ডি. এবং এস.এস.সি) সে সুযোগ না থাকায় তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি /উন্নয়ন সে হারে হচ্ছেনা। অথচ এ দুটি বৈদেশিক প্রশিক্ষণে মোট ৩৭৪৫.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ব্যয়ের ৭৭.৬৮%। ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য (উদ্দেশ্য-১) যথাযথভাবে অর্জিত হচ্ছেনা মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে।	৩. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে প্রতিফলনের নিমিত্ত ভবিষ্যতে বিপিএটিসি'র বিশেষায়িত কোর্সের এ.সি.এ.ডি. এবং এস .এস.সি কোর্সে সব ক্যাডারের কর্মকর্তদের অংশগ্রহন নিশ্চিতকরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে;
বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	
১. প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time Over-run) ২. প্রকল্পের cost over run; ৩. প্রকল্পের সমাপ্ত প্রতিবেদন যথাসময়ে IMED তে প্রেরণ না করার ফলে প্রকল্পের মূল্যায়ন যথা সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। ৪. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত গাড়ী সরকারী পরিবহন পুলে জমা না দেয়া।	১. চলতি এবং ভবিষ্যতে গৃহীতব্য প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন যথাসময়ে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবাযনকারী সংস্থা ও মন্ত্রণালয়কে আরো সচেষ্ট হতে হবে। ২. প্রকল্প প্রণয়নকালে এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে প্রকল্পের cost over run না হয়; ৩. প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে আইএমইডি-তে প্রেরণের বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে আরো সচেষ্ট হতে হবে। ৪. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত গাড়ী প্রকল্প সমাপ্তির পর সরকারী পরিবহন পুলে জমা দিতে হবে অথবা প্রয়োজনের তাগিদে সেটি ব্যবহারের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রালয়ের অনুমতি নিতে হবে।
শ্রম ও কর্মসংস্থান	
১. টিটিসিগুলোতে প্রকল্পের অর্থে সরবরাহকৃত মূল্যবান যন্ত্রপাতি , প্রশিক্ষণ উপকরণ রক্ষিত কক্ষগুলো পরিস্কার পরিচ্ছ ন্ন না থাকা এবং মালামালগুলো সাজানো গোছানোভাবে না রাখা;	১. প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভৌত অবকাঠামো এবং স্থাপিত মূল্যবান যন্ত্রপাতিগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ, মেরামত যন্ত্রপাতি রক্ষিত কক্ষগুলো পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে বিএমইটি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। প্রয়োজনে যথেষ্ট বরদ্দের সংস্থান রাখতে হবে;
২. প্রকল্প বাস্তবায়নকালে Internal & External Audit সম্পন্ন	২. প্রকল্পের অডিট যথাশীঘ্র সম্পন্ন করতে

সমস্যা	সুপারিশ
হয়েছে কি-না তা পিসিআরএ উল্লেখ করা হয়নি;	হবে।
৩. Enhancing the Vocational Training Program of TTC Chittagong প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে ইআরডি , আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, KOICA ও বিএমইটি সমন্বয়ে একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করে প্রকল্পটি মধ্যবতীর্ মূল্যায়ন করার সংস্থান টিপিপিতে ছিল, যা করা হয়নি;	৩. প্রকল্পটি চলামাকলীন ইআরডি , আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন , KOICA ও বিএমইটি সমন্বয়ে একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন পরিচালনার বিষয়ে টিপিপিতে সংস্থান থাকলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি অথচ পিসিআরে উক্ত খাতের অর্থ পুরোপুরি খরচ প্রদর্শন করা হয়েছে। বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়ো নজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
যোগাযোগ সেক্টর:	
১. প্রকল্পের আওতায় যে সকল আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে সে সকল আসবাবপত্রের গায়ে প্রকল্পের নাম এবং নম্বর না থাকায় অন্যান্য আসবাবপত্র হতে বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত আসবাবপত্র পৃথক করা যায় না।	১. প্রকল্পের আওতায় ভবন ও আসবাবপত্রের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে যাতে এগুলোর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়
২. বাংলাদেশ ডাক বিভাগের আওতায় যে সকল ভবন নির্মাণ/পূণঃনির্মাণ করা হয়েছে সে সকল ভবনের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ (Maintanance) করা হয় না। ফলে ভবনসমূহের স্থায়িত্ব হ্রাস পায়।	২. নির্বাচিত জরাজীর্ণ ২৮৭টি ডাকঘরের মধ্যে বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় ১০৪টি জরাজীর্ণ ডাকঘর নির্মাণ/পূণঃনির্মাণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট ১৮৩টি জরাজীর্ণ ডাকঘর নির্মাণ/পূণঃনির্মাণ করা যেতে পারে
	৩. অবশিষ্ট ১৮৩টি জরাজীর্ণ ডাকঘর নির্মাণ/পূণঃনির্মাণ করার ক্ষেত্রে অতি জরাজীর্ণ এবং মূল্যবান ইনস্ট্রুমেন্ট (যেমন-ডাকটিকিট, সঞ্চয়পত্র, নগদ অর্থ) ডাকঘরে রাখতে হয় এমন ডাকঘরগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে
	৪. ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র বা যন্ত্রপাতি ক্রয়ের পর তাদের Identity নির্ধারণের জন্য প্রকল্পের নাম এবং নম্বর লিখতে হবে
গণসংযোগ সেক্টর:	
১. মামলাজনিত কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ৩ বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় বৃদ্ধি করা হয়। ফলশ্রুতিতে ৩ বছর মেয়াদী এ প্রকল্পটি ১২ বছরে সমাপ্ত হয়।	১. প্রকল্পটি ৩ বছরের স্থলে ১২ বছরে সমাপ্ত হয়। এক্ষেত্রে ২ বার সংশোধন ও ৩ বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। ফলে বেনিফিশিয়ারীদের সরকারের ব্যয়িত অর্থের উপযোগীতা পেতে বিলম্ব হয়। তাই প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির এ সংস্কৃতি পরিহার /নিরুৎসাহিত করা বাঞ্ছনীয়
২. ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেম ও অডিও রেকর্ডিং মেশিন যথাযথ স্থাপন ও কমিশনিং না করাঃ প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল থিয়েটার সিস্টেম (ডিটিএস) এর যন্ত্রপাতির মধ্যে ৯টি Auxiliary Item পুরাতন Item হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় যন্ত্রপাতি স্থাপন ও কমিশনিং-এ জটিলতার সৃষ্টি হয়। ৯টি Auxiliary Item পরিবর্তনের জন্য বিএফডিসি বোর্ডের সিদ্ধান্তের আলোকে সরবরাহকারী	২. প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুরোপুরি বাস্তবায়ন এবং বিএফডিসি ’র রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেম যন্ত্রপাতি দ্রুত চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সেক্ষেত্রে জটিলতা নিরসনের জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের এলসি’র বকেয়া ৪০% অর্থ ও পারফরমেন্স গ্যারান্টির

সমস্যা	সুপারিশ
প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ১৮/০৬/২০০৯ তারিখে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা রুজু করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে মামলা প্রত্যাহারের পর মালামাল সরবরাহ করা হলেও ডিটিটাল সাউন্ড সিস্টেম চালু করা হয়নি।	১০% অর্থ (যা ইতোমধ্যে ইনক্যাশ করা হয়েছে) প্রদানের বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ম ন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। যেহেতু মন্ত্রণালয়ের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ৮টি Auxiliary Item এলসি থেকে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং কারিগরি দিক থেকে এ ৮টি আইটেম ব্যতীতই বর্তমানে Software দিয়ে ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেম পরিচালনা করা সম্ভব তাই থিয়েটারে রক্ষিত ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেম-এর যন্ত্রপাতি স্থাপন ও কমিশনিং কাজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক আইএমইডিকে অবহিত করবে
৩. প্রকল্প থেকে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত অবস্থায় থাকাঃ প্রকল্প শুরু হওয়ার পর আমদানীকৃত সাব -টাইটেল মেশিন , ডিজিটাল নন -লিনিয়ার এডিটিং মেশিন, অপটিক্যাল সাউন্ড ট্রান্সফার মেশিন , ফিল্ম ক্লিনিং মেশিন , সাউন্ড নেগেটিভ প্রসেসর মেশিনগুলো স্থাপনের পর ব্যবহার করা হতো। কিন্তু বর্তমানে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে এ মেশিনগুলোর ব্যবহার সীমিত হয়ে পড়েছে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে ২/১টি মেশিন ব্যবহার হচ্ছে না;	৩. চলচ্চিত্রের মান উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক মানের চলচ্চিত্র উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত এবং বিএফডিসিতে স্থাপিত ডিজিটাল প্রযুক্তির যন্ত্রপাতিগুলো দ্রুত চালু করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ বিএ ফডিসি কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবে;
৪. ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে মোট ৫ জন প্রকল্প পরিচালক বিভিন্ন মেয়াদে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বিএফডিসি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তক্রমে প্রত্যেক প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন ক রা হয় এবং প্রত্যেকেই এ প্রকল্পে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে মে , ২০০৯ হতে নভেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত ২ জন প্রকল্প পরিচালক নিয়োজিত থাকলেও প্রকল্পের মামলাজনিত কারণে কোন কার্যক্রম ছিল না। প্রকল্প পরিচালক বার বার বদলীর কারণে প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়। প্রকল্প পরিচালক বার বার পরিবর্তন মোটেই সমীচীন নয়।	৪. ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প পরিচালক বার বার পরিবর্তন পরিহার করতে হবে এবং পরিবর্তন একান্ত আবশ্যকীয় হলে প্রকল্প পরিচালক পরিবর্ত ন বিষয়ক কমিটিতে বিবেচনা করতে হবে
৫. মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প পরিচালনা ও মনিটরিং-এ দুর্বল ব্যবস্থাপনাঃ মূল প্রকল্পটি জুলাই ২০০৩ হতে জুন ২০০৬ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। কিন্তু প্রকল্পের যন্ত্রপাতি দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ, আমদানীকৃত মালামাল বিলম্বে পৌঁছানো ও স্থাপন, ভবন নির্মাণে বিলম্ব এবং আমদানীকৃত মালামালের বিষয়ে মামলাজনিত জটিলতার কারণে প্রকল্পটি ৩ বছরের স্থলে ১২ বছরে সমাপ্ত হয়। মন্ত্রণালয়ের দুর্বল মনিটরিং ব্যবস্থার কারণে মামলাটি দীর্ঘায়িত হয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিক সময়ক্ষেপন হয়। এক্ষে ত্রে মন্ত্রণালয় ও বিএফডিসি কর্তৃপক্ষের প্রকল্পটির অনুকূলে দায়েরকৃত মামলার বিষয়ে দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা সমীচীন ছিল;	৫. প্রকল্প প্রণয়নকালেই ব্যয় প্রাক্কলন যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা উচিত ছিল এবং উদ্ভুত মামলার বিষয়ে মন্ত্রণালয় ও বিএফডিসি কর্তৃপক্ষের নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তি করে প্রকল্পটি যথাসম্ভব কম সময়ে সমাপ্ত করা উচিত ছিল। ভবিষ্যতে এ ধরনের ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হবে
৬. দুটি সম্প্রচার যন্ত্রপাতি একই কক্ষে স্থাপন করাঃ Master Control Room (MCR) Equipment এবং Program Control Room (PCR) equipment একই কক্ষে স্থাপন করা হয়েছে। একই কক্ষে ২ ধরনের Control Room অবস্থিত হওয়ায় প্রযুক্তিগত দিক থেকে ২ ধরনের ভিন্ন কাজ পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। সহজভাবে বলা যায় যে, PCR এবং	**৬.** Master Control Room, Program Control Room, Work Station, News Studio ইত্যাদি পৃথক কক্ষে স্থাপন করা হলে চট্টগ্রাম টেলিভিশন কেন্দ্রের সম্প্রচার কাজ আরও সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে সম্পন্ন হবে।

সমস্যা	সুপারিশ
MCR একই কক্ষে হওয়ায় প্রচার এবং রেকর্ডিং-এর কাজ একই সাথে চলমান থাকলে ট্রান্সমিশন-এর সময় শব্দ উৎপন্ন হয় বলে আলোচনায় জানা যায়;	ভবিষ্যতে এ ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে এ ধরনের মূল্যবান, সূক্ষ্ম ও উচ্চমানসম্পন্ন যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় স্থাপন পরিকল্পনা বা লে-আউট প্রণীত ডিপিপিতে অবশ্যই সংযুক্ত করা সমীচিন হবে;
৭. প্রকল্পের আওতায় ৪ সেট Electronic News Gathering (ENG) ক্যামেরা, ৩ সেট Electronic Production (EFP) ক্যামেরা, ৪ সেট Studio ক্যামেরা ক্রয় করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে ইস্যু রেজিষ্ট্রার ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় , বেশ কিছু সংখ্যক ক্যামেরা বাংলাদেশ টেলিভিশনের অতিথি প্রযোজক-এর নামে ইস্যু করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত এসব সুক্ষ্ম ও মূল্যবান ক্যামেরাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ও ইস্যু করার জন্য বিশেষ কোন বিধান আছে কি -না জানতে চাইলে দায়িত্বরত প্রকৌশলী জানান , ENG ও EFP ক্যামেরাসমূহ টেলিভিশন কেন্দ্রের বাইরে কোন কাজের জন্য পাঠানো হলে অব শ্যই একজন উপ -সহকারী প্রকৌশলী ক্যামেরাগুলো রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে এবং প্রতিদিন নির্দিষ্ট কাজ শেষে ইস্যুকৃত ক্যামেরাসমূহ বিটিভি কেন্দ্রে ফেরৎ আসবে। অথচ দেখা যায় , ইস্যুকৃত ক্যামেরাগুলোর জন্য কোন Assign Engineer নেই এবং নির্ধারিত কাজ শেষে কেন্দ্রে ফেরৎ আসার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় না।	৭. প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত সুক্ষ্ম ও মূল্যবান এসব ক্যামেরাগুলোর Sustainable life time নিশ্চিতকল্পে ক্যামেরাগুলো ইস্যু করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেলিভিশন , চট্টগ্রাম কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষকে আরও যত্ন বান হতে হবে। নিয়ম অনুযায়ী মূল্যবান যন্ত্রপাতি বাহিরে ব্যবহার করতে হলে একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলী কে Assign করতে হবে এবং ক্যামেরাগুলো টেলিভিশন কেন্দ্রে ফেরৎ আসার বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে;
৮. নির্মিত ভবনের ফিনিশিং কাজ ও রং সম্পন্ন না করা : পরিদর্শনের সময় দেখা যায়, ভবনের বিভিন্ন স্থানে ফিনিশিং কাজ অসম্পন্ন রয়েছে: * ভবনের ভেতরে বিভিন্ন স্থানে ফিনিশিং রং করা হয়নি; * বিভিন্ন জায়গায় দেয়ালে র প্লাস্টার ফিনিশিং করা হয়নি , ফলে দেয়াল অসমান রয়েছে; * ১০ম তলায় দরজার চৌকাঠ চারদিকে সঠিকভাবে প্লাস্টার করা হয়নি; * ৭ম তলায় ৭০৯ নং কক্ষসহ কয়েকটি দরজার থাই ফ্রেম খুলে গেছে; * ৪র্থ থেকে ১১ তলা পর্যন্ত লিফটের সামনের স্পেসের মেঝেতে ব্যবহৃত মার্বেল পাথর ভেঙ্গে গেছে ও বিবর্ণ হয়ে গেছে;	৮. প্রকল্পটি জুন, ২০১৫ তে সমাপ্ত দেখানো হয়েছে এবং তার প্রেক্ষিতে পিসিআর প্রণয়ন করে জমা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এপ্রিল ২০১৬ মাসে ভবনের রংয়ের ফিনিশিং কাজ অসম্পন্ন, দেয়ালের বিভিন্ন স্থানে প্লাস্টারে ফিনিশিং না করা, কিছু কিছু দরজার চৌকাঠের চারিদিকে প্লাস্টার না করা, ভাঙ্গা মার্বেল পাথর প্রতিস্থাপনের কাজ সম্পন্ন না হওয়ার বিষয়গুলো পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলা পরিপন্থী। কাজ অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় কিভাবে ব্যয় দেখানো হলো এ বিষয়টি মন্ত্রণালয় অনুসন্ধানকরতঃ আইনানুগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তা আইএমইডি'কে অবহিত করবে;

উপসংহার:

গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে গৃহীত মোট প্রকল্প সংখ্যার (১৪৫৭টি প্রকল্প) শতকরা প্রায় ১৬.২৭ ভাগ অর্জিত হয়েছে সমাপ্ত প্রকল্পের মাধ্যমে। অতএব, এসকল সমাপ্ত প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং উদ্দেশ্য অর্জনের উপর সমগ্র বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী তথা সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করছে। এছাড়াও সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে গৃহীতব্য সমমানের এবং সমপর্যায়ের প্রকল্প প্রণয়নকালীন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতে পারবে। সর্বোপরি, সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন এই সারসংক্ষেটি এডিপি সেক্টর অনুযায়ী হওয়ায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর একটি সামষ্টিক চিত্র পাওয়া যাবে।